দৈনিক বাংলা

তারিখ 1.12.79
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

035

এ গণপিটুনী : এই হত্যা

মৃত্যু আর কোন খবর নয়। জন্মিলে মরিতে হয়। সে অর্থে মৃত্যু কোন দিনই কোন খবর ছিল না। বেঁচে থাকার নেশা যতই প্রবল হোক না কেন মৃত্যু অবধারিত, সে কথা সকলেরই জানা।

তবুও মৃতের জন্য দুঃখ হয়। চোখে পানি আসে। মানুষ হাহাকার করে। মৃত্যু স্বাভাবিক হলেও সে রীতির কোন ব্যতিক্রম হয় না। কারণ এটাই স্বাভাবিক।

এককালে স্বাভাবিক মৃত্যু যেন ছুটি নিয়েছিল আমাদের সমাজ থেকে। সে অধ্যায়ও আমরা কাটিয়ে এসেছি। তবু আজও অস্বাভাবিক কোন ঘটনা ঘটলে মাঝে মাঝে আমরা চমকে উঠি এবং বলতে চাই যে—বন্ধ হোক এ হত্যা।

মাত্র কয়েকদিন আগে এমন ধরনের কয়েকটা হত্যার খবর এসেছে পাবনা থেকে। যমুনার চরে ডাকাত বলে কথিত বারো ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আরও দু ব্যক্তি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। এদের কাছে পাওয়া গেছে একটি স্টেনগান, একটি কাটা রাইফেল, আশি রাউন্ড গুলি ও নগদ ন হাজার টাকা। খবরে বলা হয়েছে, এই ডাকাতদলটি বেড়া থানার চরটনলটোপার কাছে যমুনা নদীতে ডাকাতি করে ফিরছিল। ডাকাতির শিকার ১৬ জন ব্যবসায়ী তাদের ধাওয়া করে চর কাউলিয়ায় নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে এ ঘটনা ঘটে।

গণপিটুনীতে চোর বা ডাকাতের মৃত্যু আমাদের দেশে নতুন নয়। ৭২, ৭৩, ৭৪ সালে এ ঘটনা তো নিত্য-নৈমিত্তিক ছিল। এক সময় এ ঘটনা ছিল জনতার পুঞ্জীভূত ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ : জনতা মনে করত পুলিশের হাতে ডাকাতদের দিয়ে কোন লাভ নেই। ছলে বলে কৌশলে এই ডাকাতরা মুক্তি পাবেই। এবং পরবর্তীকালে নতুন করে হামলা চালাবে। অর্থাৎ পিটিয়ে চোর-ডাকাত হত্যাই সেকালে ছিল যেন সব সমস্যার সমাধান।

সেদিনও আমরা এর বিরুদ্ধে বার বার লিখেছি। দুঃখজনক হলেও দেখেছি একদল লোককে এর সমর্থন করতে। তারা বলতেন যে দুষ্টের দমনের এ হচ্ছে একমাত্র পথ। কিন্তু সে আগুন যখন সর্বত্র ছড়িয়ে গেল তখনই সকলের টনক নড়ল। আমরা বলেছিলাম, এই নির্বিবাদে হত্যার অধিকার মানুষকে ঘাতকে পরিণত করবে। সুযোগ সন্ধানীরা এর সুযোগ নেবে। এই সুযোগে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার করবে। আইন-শৃংখলার প্রতি মানুষের নিম্নতম আস্থাবোধটুকু লোপ পাবে। অনেক দুঃখযন্ত্রণা ও তিক্ত অভিজ্ঞতার পর সংশ্লিষ্ট মহলের এই বোধোদয় হয়েছিল। এব পরবর্তীকালে গণপিটুনীতে হত্যা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু কোন ঘটনাই যেমন হঠাৎ করে আসে না তেমনি হঠাৎ করে যায়ও না। গত কয়েক বছরে গণপিটুনীতে হত্যার সংখ্যা হ্রাস পেলেও এ ধরনের হত্যা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। তাই পাবনার এই একই দিনে ১২টি হত্যা নতুন করে এক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

পাবনার এ হত্যা কোন অবিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমি বলতে চাই, ডাকাতের প্রতি আক্রোশই এই ঘটনার একমাত্র কারণ। আর যমুনায় ডাকাতিও নতুন কোন ঘটনা নয়। কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন চর এলাকায় পুলিশ ও আনসার ক্যাম্প বসিয়েছেন। ডাকাতির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ডাকাতির ভয় এখনও কমেনি। প্রকাশ্যে, দিবালোকে ডাকাতি যমুনা নদীতে কোন নতুন ঘটনা নয়। তাই ডাকাতের বিরুদ্ধে মানুষের আক্রোশ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই আক্রোশে যদি ১২ ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অধিকার কাউকে দিয়ে দেয়া হয় তাহলেই দুঃখের কারণ বটে। উদ্বেগের জন্ম দেয়। পাবনার ঘটনা সেভাবেই উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে বলে আমি মনে করি।

এ ধরনের ঘটনা নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরে এ কলামে লিখিনি। কারণ দু একটি হত্যা বা মৃত্যু আমাদের জীবনে খুব একটা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণেই একথা লিখতে বাধ্য হচ্ছি।

দেশে নির্বাচন এগিয়ে আসছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় নির্বাচন একটি প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতা রাজনীতির ক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের। এই প্রতিযোগিতা দলগত এবং ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও ক্রোধের জন্ম দেয়। এই প্রতিযোগিতায় সমস্ত জাতিই জড়িয়ে পড়ে। আর নির্বাচনী ডামাডোলে সুযোগ সন্ধানীরা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের চেষ্টা করে। এবং ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য এই সুযোগ সন্ধানীরা যে গণপিটুনীর সুযোগ নেবে না, তারও বা নিশ্চয়তা কি? কাউকে চোর বা ডাকাত বলে যদি প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা যায় তা হলে দুষ্ট লোকেরা তাদের সহায় সম্পত্তির সমাধানও এভাবে করার চেষ্টা করতে পারে। এবং চেষ্টা যে করছে না সে কথাও বা কে বলতে পারে।

পাবনার এ ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করার আমার ইচ্ছে নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে দেশে সাধারণ নির্বাচনের সময় এ ধরনের ঘটনা শুভ নয়। শুভ নয় বলেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে আরো সতর্ক হতে হবে। কোনক্রমেই এ মুহূর্তে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেয়া যায় না। আমি বিশ্বাস করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আমার সাথে একমত হবেন।

তবে শুধু পাবনার গণপিটুনী নয়। কয়েকটি চাঞ্চল্যকর হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে রাজধানী ঢাকায় গত মাসে। এর লোমহর্ষ বিবরণী ছাপা হয়েছে পত্র-পত্রিকায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বীভৎস হত্যাকান্ডটি হয়েছে জমি নিয়ে। অন্যগুলিতেও টাকা-পয়সার কাহিনী। এ ব্যাপারে পত্র-পত্রিকায় বিশদভাবে লেখা হয়েছে। জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জরুরী ভিত্তিতে তদন্ত করছেন। আমি আশা করব ঢাকার এই হত্যাকান্ডগুলিরও একটি কিনারা হবে। আশা করব, অতীতের মত সব কাহিনী অতীতের গর্ভে মিলিয়ে যাবে না। আশা করব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অন্ততঃ এটুকু ভরসা দেবেন যে হত্যাকারীর বিচার হবে। এমনি করে নৃশংসভাবে রাজধানী ঢাকায় মানুষ হত্যা করে ঘাতকেরা সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে না। মৃত্যু অবধারিত জেনেও এই প্রার্থনাটুকু করব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে।

—অনিকেত